লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম থানার বামনদল সীমান্তে বিএসএফ সদস্য কর্তৃক পাথর ছুঁড়ে মোঃ রফিকুল ইসলামকে হত্যা করার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

২৪ জুলাই ২০১১ ভোর আনুমানিক ৫.০০টায় লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম থানার উফারমারা গ্রামের মোঃ রফিকুল ইসলামকে (৩৫) ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) সদস্যরা পাথর ছুঁড়ে হত্যা করে বলে জানা যায় ।

ভারত থেকে সানিয়াজান নামে একটি নদী ও বিএসবাড়ী বিএসএফ ক্যাম্প এবং ও খরখরিয়া বিএসএফ ক্যাম্পের মধ্যে দিয়ে ঢুকে বাংলাদেশের পাটগ্রাম থানার বামনদল গ্রামের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

ভারত সরকার ভারতের অংশের নদীতে ব্রীজ বানিয়েছে ও ব্রীজের সঙ্গে কাঁটা তারের বেড়া দিয়েছে। বিএসএফ সদস্যরা ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে সীমান্ত পাহারা দেয়। কিন্তু ভারতের কুচবিহার জেলার মেকলিগঞ্জ থানার ফকিরের ডাঙ্গা গ্রাম থেকে ব্যবসায়ীরা তাঁদের মালামাল ব্রীজের নীচ দিয়ে প্রবাহিত নদী পথে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেন। ভারতীয় গরু ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের গরু ব্যবসায়ীদের সাঁতরে ব্রীজের নিচ দিয়ে বাংলাদেশে আসতে সহযোগিতা করেন। বিএসএফ সদস্যরা ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে থেকে ভারত থেকে ব্রীজের নিচ দিয়ে সাঁতরে বাংলাদেশে আসা লোকদের দিকে পাথর ছুঁড়ে মারে। এতে প্রায়ই আঘাতপ্রাপ্ত মানুষ ও গরু মরে যেয়ে পানিতে ভেসে ওঠে।

রফিকুল ইসলামকেও বিএসএফ সদস্যরা ঐ ব্রীজের ওপর থেকে পাথর ছুঁড়ে এবং পরে ব্রীজের ওপর তুলে আঘাত করে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

সীমান্তবাসীর অভিযোগ, সীমান্ত হত্যা নিয়ে যতই ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে, ততোই বাংলাদেশীদের হত্যার কৌশলও পরিবর্তন করছে বিএসএফ সদস্যরা।

অধিকার ঘটনাটি সরজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে

- নিহতের আত্মীয় স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী
- আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে।

ছবিঃ (১) মোঃ রফিকুল ইসলাম

(২) ব্রীজের পিলারের পাশে গেঁথে রাখা ঐ বাঁশের গোড়ায় পানির নিচে ছিল রফিকুলের লাশ।

ছবিঃ (৩) গরু ব্যবসায়ীদের গরু আনার সময় পাথরের আঘাতে এভাবে মারা যায় গরু

ছবি(৪)ব্রীজের দুই পাশে সংযোগ দেয়া কাঁটা তারের বেড়া।

মোছাম্মত মিনি বেগম (২৮), রফিকুলের স্ত্রী

মোছাম্মত মিনি বেগম অধিকারকে জানান, তাঁর স্বামী একজন ভূমিহীন কৃষক। রিয়াদ হোসেন (৮) এবং রিফাত হোসেন (৬) নামে দুই সন্তান নিয়ে তাঁর অভাবের সংসার। রফিকুল কৃষি কাজের অবসরে সীমান্তের বুড়িমারীর জিরো পয়েন্টে লেবারের কাজ করতো।

২৩ জুলাই ২০১১ বিকেল আনুমানিক ৫.০০টায় তাঁর স্বামী বাজার করতে বুড়িমারী বাজারে যায়। রফিকুল রাতে আর বাসায় না ফেরায় তিনি তাঁর চাচাতো ভাসুর মোঃ আবেদার রহমানকে বিষয়টি জানান। আবেদার রহমান তাঁকে বলেন, রফিকুল গরু আনতে যেতে পারে।

২৪ জুলাই ২০১১ ভোর আনুমানিক ৫.০০টায় তিনি মোবাইল ফোনে রফিকুলের সঙ্গে বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। সকাল আনুমানিক ৭.০০টায় তিনি আবারও আবেদার রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আবেদার রহমান তাঁকে জানান, ভোরের দিকে তিনি বুড়িমারী বাজারে গিয়ে গরু ব্যবসায়ীদের কাছে শুনেছেন, রাতে অনেকেই ভারত থেকে গরু নিয়ে ফিরলেও রফিকুল ফেরেনি। এছাড়া বাজারে অনেককেই বলাবলি করতে শোনেন,

বিএসএফ সদস্যরা রাতে নদী পারাপারকারীদের পাথর ছুঁড়ে আঘাত করেছে। রফিকুলকেও পাথর ছোঁড়া হয়েছিল বলে বাজারের অনেকেই আলোচনা করছিলেন।

তারপর আবেদার রহমান রফিকুলের ভাই নজরুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে সীমান্তের বামনদল গ্রামে সানিয়াজান নদীর তীরে যান এবং নদী থেকে রফিকুলের লাশ উদ্ধার করে সকাল ৯.৩০টায় বাড়ী আনেন। লাশ বাড়ী আনার পরে পাটগ্রাম থানার পুলিশ সদস্যরা লাশ নিয়ে যায়। লাশের ময়না তদন্ত শেষে ২৫ জুলাই ২০১১ বিকাল ৪.৩০টায় লাশ বাসায় নিয়ে এলে পারিবারিক কবর স্থানে দাফন করা হয়। লাশের কপালে একটি ক্ষত ছিল, মাথার মগজ বেরিয়ে গিয়েছিল, নাক, মুখ ও কান দিয়ে রক্ত ক্ষরণ হয়েছিল।

মোঃ আবেদার রহমান (৪৫), রফিকুলের চাচাতো ভাই

মোঃ আবেদার রহমান অধিকারকে জানান, ২৩ জুলাই ২০১১ বিকাল ৫.০০টায় বুড়িমারী বাজারে যেয়ে তিনি দেখতে পান, রফিকুল এলাকার কয়েকজন গরু ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলোচনা করছে। তখন তিনি রফিকুলকে ডেকে ভারত থেকে গরু আনার ব্যাপারে সতর্ক করেন।

২৪ জুলাই ২০১১ সকাল ৭.০০টায় রফিকুলের স্ত্রী মোছাম্মত মিনি বেগম তাঁকে রফিকুল ফিরে না আসার ব্যাপারে জানালে তিনি রফিকুলের মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। তাকে ফোনে না পেয়ে তিনি বুড়িমারী বাজারের গরুর হাটে যান। সেখানে গরু ব্যবসায়ীদের কাছে জানতে পারেন, রফিকুলকে বিএসএফ সদস্যরা পাথর ছুঁড়ে মেরেছে।

তিনি তখন রফিকুলের ভাই নজরুল, আনসার ও ভিডিপির কমান্ডার এনামুল হক এবং এলাকার কিছু লোক নিয়ে সীমান্তের বামনদল গ্রামের সানিয়াজান নদীর তীরে যান।

তিনি বাংলাদেশ সীমান্তে দাঁড়িয়ে দেখতে পান, বিএসএফ সদস্যরা ব্রীজের ওপর দাড়িয়ে আছে এবং বিএসএফ সদস্যরা তখন ভারতের কৃষকদের কাছে জানতে চায়, বাংলাদেশ সীমান্তে এত লোক দাঁড়িয়ে ব্রীজের দিকে তাকিয়ে আছে কেন? তখন একজন ভারতীয় কৃষক আবেদার রহমানকে বলেন, আপনারা কি খুঁজছেন? আবেদার রহমান তাঁকে বলেন, রাতে তাঁদের একজন লোক হারিয়ে গেছে, সেই লোককে তাঁরা খুঁজছেন। তখন একজন বিএসএফ সদস্য ভারতীয় কৃষককে বলেন, ব্রীজের নিচে পানির মধ্যে একটি বাঁশ গাড়া আছে, বাঁশের নিচে একব্যক্তির লাশ আছে। গত রাতে গরু নিয়ে যাওয়ার সময় সীমান্তে টহলরত বিএসএফ সদস্যরা পাথর ছুঁড়েছিল। যার ফলে দুইটি গরু এবং একজন লোক মারা গেছে। গরু দুইটি ভেসে বাংলাদেশের ভেতরে চলে গেছে এবং লাশটি যাতে হারিয়ে না যায় সেজন্য বাঁশ দিয়ে এটা আটকিয়ে রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশীদের ২০ মিনিটের মধ্যে লাশটি নিয়ে যাবার জন্য বিএসএফ নির্দেশ দেয়। আবেদার রহমান তখন সীমান্তে দাঁড়িয়ে ঐ বিএসএফ সদস্যের সব কথাই শুনছিলেন। কিন্তু তিনি বার বার চেষ্টা করেও বিএসএফ সদস্যের সঙ্গে কথা বলতে পারেননি। পরে বিএসএফ সদস্যরা চলে যায়। তখনই ভারতীয় ঐ কৃষক তাঁকে ব্রীজে যেতে বলেন। তিনি তখন বামনদল, উফারমারা গ্রামের ২০/২৫ জন লোক নিয়ে বাংলাদেশ থেকে সাঁতরিয়ে ব্রীজের ওপরে যান। তিনি ব্রীজের ওপরে জমাট রক্ত দেখতে পান। তিনি ভারতের ফকিরের ডাঙ্গা গ্রামের লোকজনের সহযোগিতায় ব্রীজের নিচে নেমে পানিতে ডুব দিয়ে বাঁশের গোড়া থেকে একটি লাশ পানির ওপরে তোলেন এবং সেটি রফিকুলের লাশ বলে সনাক্ত করেন।

তিনি দেখেন, লাশের কপাল থেঁতলিয়ে মগজ বের হয়ে গেছে। গলার বামপাশে একটি দাগ রয়েছে। তিনি ধারণা করেন, বিএসএফ সদস্যরা রফিকুলকে প্রথমে পাথর মেরেছে এবং পরে মৃত্যু নিশ্চিত করতে ব্রীজের ওপরে তুলে গলায় আঘাত করেছে। যার ফলে ব্রীজের ওপরে জমাট রক্ত ছিল। এরপর তিনি লাশ নিয়ে রফিকুলের বাড়ীতে যান।

মোঃ নজরুল ইসলাম (৪৫), রফিকুলের ভাই

মোঃ নজরুল ইসলাম অধিকারকে বলেন, ২৪ জুলাই ২০১১ ভোর ৫.০০টায় রফিকুলের স্ত্রী মোছাম্মত মিনি বেগম তাঁকে জানান, রাতে রফিকুল বাসায় ফেরে নাই। তিনি তখন আবেদার রহমান ও আরো কিছু লোকের সঙ্গে ভারতের সানিয়াজান নদীর ব্রীজের নিচ থেকে রফিকুলের লাশ উদ্ধার করে বাড়ীতে আনেন। তিনি জানান, লাশ নিয়ে বাড়ীতে ফেরার পরে ধবলসুতী বিওপি ক্যাম্প থেকে বিজিবির সদস্যরা আসেন, তাঁরা লাশ পুনরায় সীমান্তে নিয়ে বিএসএফ সদস্যদের সঙ্গে পতাকা বৈঠক করতে চান, কিন্তু এলাকার লোকজন বিজিবির সদস্যদের অগ্রাহ্য করেন এই জন্য যে, এর আগেও তারা বাংলাদেশীদের হত্যার ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেননি। তিনি এলাকার লোকজন নিয়ে দুপুর ২.১৫টায় পাটগ্রাম থানায় যান এবং রফিকুলের মৃত্যুর বিষয়ে নিজে বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা বিএসএফ সদস্যদের আসামী করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর ২১; তারিখঃ ২৪/০৭/২০১১। ধারা- ৩০২/২০১/৩৪ দ-বিধি। একই উদ্দেশ্যে নরহত্যা ও আলামত (মৃতদেহ) গোপন করার অপরাধ।

নজরুল ইসলাম আরো বলেন, ২৪ জুলাই ২০১১ বিকাল আনুমানিক ৩.০০টায় পাটগ্রাম থানার এসআই শ্রী ক্ষীরোদ চন্দ্র বর্মন তাঁর বাড়ীতে আসেন এবং লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। পরে পুলিশ সদস্যরা ময়না তদন্তের জন্য লাশ লালমনিরহাট সদর হাসপাতালে পাঠান।

২৫ জুলাই ২০১১ বিকাল ৪.৩০টায় লালমনিরহাট থেকে লাশ বাড়ীতে আনা হয় এবং বিকাল ৫.০০টায় পারিবারিক কবর স্থানে দাফন করা হয়।

এনামুল হক, কমান্ডার, আনসার ও ভিডিপি, ৮ নম্বর বুড়িমারী ইউনিয়ন পরিষদ, পাটগ্রাম

এনামুল হক অধিকারকে জানান, ২৪ জুলাই ২০১১ আবেদার রহমানের কাছে খবর পান, রফিকুল সীমান্তে যাওয়ার পরে আর বাড়ী ফেরেনি। তিনি আবেদার রহমানের সঙ্গে সানিয়াজান নদীর তীরে যান এবং রফিকুলের লাশ উদ্ধার করে আনেন।

রফিকুলের লাশ বাড়ী আনার প্রায় ১ ঘন্টা পর ধবলসুতী বিওপি থেকে দুইজন বিজিবির সদস্য রফিকুলের বাড়ীতে আসেন। বিজিবির সদস্যরা তাঁর কাছে জানতে চান, কেন বিজিবির অনুমতি ছাড়া সীমান্ত থেকে লাশ বাড়ী আনা হয়েছে? এক পর্যায় তাঁকে লাশ আবারও ভারতের সানিয়াজান ব্রীজের নিচে রেখে আসতে বলেন। ভারতের ভেতর থেকে লাশ আনা হলেও তা আর রেখে আসা যাবে না বলে তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বিজিবির সদস্যরা তাঁর কথা না শুনে তাঁকে গ্রেপ্তারের হুমকি দেয়। অবশেষে এলাকাবাসী বিজিবির সদস্যদের ঘেরাও করেন এবং লাশ নিয়ে একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি না করার জন্য অনুরোধ করেন। এতেও বিজিবির সদস্যরা ক্ষ্যান্ত না হওয়ায় স্থানীয় জনগণ বিজিবির সদস্যদের আটকে রেখে থানা পুলিশকে খবর দেয়ার প্রস্তুতি নিলে তাঁরা শেষ পযর্ন্ত সেখান থেকে চলে যান।

এসআই শ্রী ক্ষীরোদ চন্দ্র বর্মন, পাটগ্রাম থানা, লালমনিরহাট

এসআই শ্রী ক্ষীরোদ চন্দ্র বর্মন অধিকারকে বলেন, ২৪ জুলাই ২০১১ দুপুর ২.১৫টায় উফরমারা গ্রামের নজরুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তি থানায় আসেন এবং বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর ২১; তারিখঃ ২৪/০৭/২০১১। ধারা-৩০২/২০১/৩৪ দ-বিধি। তিনি নিজেই মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা।

তিনি বিকাল ৩.০০টার দিকে রফিকুলের বাড়ী যান এবং লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। পরে পুলিশ ময়না তদন্তের জন্য লাশ লালমনিরহাট সদর হাসপাতালে পাঠান। ২৫ জুলাই ২০১১ ময়না তদন্ত শেষে পরিবারের কাছে রফিকুলের লাশ হস্তান্তর করা হয়।

ডাঃ গৌতুম কুমার বিশ্বাস, আবাসিক মেডিকেল অফিসার, সদর হাসপাতাল, লালমনিরহাট

ডাঃ গৌতুম কুমার বিশ্বাস অধিকারকে বলেন, ২৪ জুলাই ২০১১ সন্ধ্যা ৭.০০টায় পাটগ্রাম থানার পুলিশ সদস্যরা রফিকুল নামে এক ব্যক্তির লাশ হাসপাতালে আনেন। তিনি জানতে পারেন, বিএসএফ সদস্যদের পাথরের আঘাতে রফিকুল মারা গেছেন। ২৫ জুলাই ২০১১ সকাল আনুমানিক ১০.০০টায় ডাঃ মোতাছিব, ডাঃ মেহেদী মাসুম ও তাঁকে নিয়ে গঠিত তিন সদস্যের বোর্ড লাশের ময়না তদন্ত করেন। তিনি জানান, পাথর বা শক্ত কিছু দিয়ে কপালে আঘাত করায় করোটির হার ফেটে গিয়েছিল, যার ফলে অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণ হয়েই রফিকুলের মৃত্যু হয়েছে।

মোহাম্মদ আলী, মর্গ-সহকারী, সদর হাসপাতাল, লালমনিরহাট

মোহাম্মদ আলী অধিকারকে জানান, ২৪ জুলাই ২০১১ পাটগ্রাম থানার পুলিশ সদস্যরা রফিকুল নামে এক ব্যক্তির লাশ হাসপাতালে আনেন। ২৫ জুলাই ২০১১ সকাল আনুমানিক ১০.০০টায় তিন সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড লাশের ময়না তদন্ত করেন। ময়না তদন্তের সময় তিনি লাশটি কাটেন। তিনি দেখতে পান, লাশের কপালে একটি ক্ষত ছিল, মাথার মগজ বেরিয়ে গিয়েছিল এবং নাক, মুখ ও কান দিয়ে রক্ত ক্ষরণ হয়েছিল।

নায়েব সুবেদার মেজবাহ, বিজিবি, ধবলসুতী বিওপি, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট

নায়েব সুবেদার মেজবাহ, ২৪ জুলাই ২০১১ এলাকার লোক মারফত খবর পান, উফারমারা গ্রামের রফিকুল নামে এক লোক সানিয়াজান নদীর ব্রীজের নিচ দিয়ে বাংলাদেশে আসার পথে বিএসএফ সদস্যরা পাথর ছুঁড়ে তাকে মেরে ফেলেছে। তিনি বলেন, তিনি তাঁর সদস্যদের ঘটনাস্থলে পাঠান। বিএসএফ সদস্যরা লাশ নিয়ে পতাকা বৈঠক করতে চেয়েছিল, কিন্তু পরিবারের সদস্যরা লাশ না দেয়ায় শুধু বিএসএফ ক্যাম্পে তিনি প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছেন।

শফিকুল ইসলাম (৩৬), রফিকুলের লাশের গোসলদানকারী

শফিকুল ইসলাম অধিকারকে বলেন, ২৫ জুলাই ২০১১ বিকাল আনুমানিক ৪.৩০টায় রফিকুলের লাশের গোসল করান। লাশের কপালে একটি ক্ষত ছিল, মাথার মগজ বেরিয়ে গিয়েছিল। নাক, মুখ ও কান দিয়ে রক্ত ক্ষরণ হয়েছিল।

ভারত সরকার বাংলাদেশকে বার বার সীমান্তে নিরস্ত্র জনগণকে হত্যা না করার প্রতিশ্রুতি দিলেও তা কখনই কার্যকর হচ্ছে না। বিএসএফ সদস্যরা এখন সীমান্তে প্রাণঘাতী অস্ত্রের ব্যবহার কমিয়ে হত্যার কৌশল পরিবর্তন করেছে বলে প্রতীয়মান হয়। কখনও কাঁটা তারের বেড়ায় বিদ্যুৎ সংযোগ করে, কখনও পাথর ছুঁড়ে নিরস্ত্র বাংলাদেশীদের হত্যা চলছেই।

অধিকার এই মৃত্যুর ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারকে সক্রিয় পদক্ষেপ নিয়ে ভারত সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা করতে দাবী জানাচ্ছে।

-সমাপ্ত-